CONTENTS

	Page No.
WORK-FAMILY BALANCE : CONCEPT AND CONCERN Dr. Ajay Kumar Attri	7 - 13
A STUDY OF ATTITUDE OF TEACHER TRAINEE TOWARDS THE TEACHERS EDUCATORS Susheel V. Joshi	14 – 21
A CORRELATION OF STUDY HABITS AND ATTITUDE TOWARDS STUDY WITH ACHIEVEMENT IN SCIENCE AMONG SCHEDULED TRIBE STUDENTS OF RAJASTHAN Dr. Nand Kishor Choudhary	22 – 30
SKILLS, CLASSROOM CHARACTERISTICS AND TEACHER BEHAVIOUR FOR 21ST CENTURY Binayak Chanda & Tarini Halder	31 – 42
XBRL : NEW GENERATION LANGUAGE Achinta Kumar Das	43 – 49
A STUDY ON PSYCHOLOGICAL PROFILE OF NATIONAL LEVEL JUNIOR MALE CRICKET PLAY Biswajit Bala & Dr. Kanchan Bandopadyaya	50 – 52
THE JOURNEY TO PRIVATIZATION OF HIGHER EDUCATION IN INDIA Dr. Biswambhar Mandal	53 - 58
A STUDY ON EFFECTIVE TEACHING AT SECONDARY LEVEL IN THE LIGHT OF NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK 2005 Nupur Mandal & Parimal Sarkar	59 – 64
'अन्धा-युग' की प्रासंगिकता डॉ० रमेश यादव	65 – 70
বিজ্ঞানর আলোকে সহজপাঠ প্রথমভাগ ও রবীন্দ্রনাথ গৌতম সাহা	71 – 76

Page No.

নাট্যপ্রযাজক উৎপল দত্ত : অ্যামচার শকসপিয়ারিয়ানস পর্ব 77 – 82
ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস

RE-READING OF GITANJALI : BANGLADESH PART 83 – 87
Dr. Soumitra Sekhar

ভারতবর্ষে মানবাধিকার আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিত ও অভিমুখ 89 – 98
শ্রাবণী ঘোষ

টুসুগান: রাঢ়বঙ্গের নারীদের জীবনবেদ 99 – 110
ড. দেবলীনা দেবনাথ

জাতীয় সমস্যাধর্মী ছোটোগল্প:: 'মাসিক বসুমতী' 111 – 125
সুব্রত মন্ডল

সংস্কৃতি, পাঠক্রম ও নির্মিতিবাদ 126 – 130
ড. প্রদীপ দাস

হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' 131 – 136
রিনি নাথ

নটীর পূজা ও **Dancing Girls Worship** 137 – 142
ড. সুজাতা (বাগচী) বন্দ্যোপাধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পহরণ 143 – 152
ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পহরণ

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
প্রো ভাইস চ্যান্সেলার, উত্তরা ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ

বিভাগের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সে কজন কথাসাহিত্যিক মেধা-মনন বিষয়ের বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ অন্যতম। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের এই ঔপন্যাসিক আধুনিক জীবনের সমস্যাবলি নিয়ে উপন্যাস লিখে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনের বিচিত্র কাহিনী, গ্রামীণ ও নগরজীবনের বহুভঙ্গিমা জীবনচেতনা, জীবন যাপনের নানাবিধ অনুষঙ্গ, জটিলায়তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেষণা, ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের প্রয়োগ ও দোদুল্যমান যুগ পরিবেশ অগ্রসরমান দেশ ও সমাজচিত্র, আঞ্চলিক জীবনবোধ, জীবন যাত্রার বৈচিত্র্যময় রূপ, তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, বঞ্চনার করুন ইতিহাস। তাঁর উপন্যাসগুলো একাধারে সমাজের ইতিহাস, ব্যক্তির অভিযাত্রা, আত্মিক সঙ্কটান্বেষণ, মানবত্মার স্বাধীনতা, বিশ্বজনীনতার জয়গানের অদ্বিতীয় শিল্পরূপ। নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য, উপন্যাসগুলো পাসে সেই অনুভূতিই জাগে। উপন্যাসগুলোতে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় বিষয়ানুযায়ী চরিত্র-চিত্রণ, মৃন্ময়া থেকে নাগরিক নির্মিতি, আবেগ থেকে বৈদগ্ধে ওঠানামা প্রভৃতি বিশেষভাবে বিবেচিত।

বৈপ্লবিক মননশীলতার সাধক আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই যেন রীতিকে ভেঙেছেন আর গড়েছেন অভিসারী হয়েছে সম্মুখ যাত্রার। তাঁর উপন্যাসের নতুনত্ব ও অপূর্বতা ভীষণভাবে আলোড়িত করে তথা দুঃসাহসী অপ্রতিরোধ্য লেখকসত্তার নব নব সৃষ্টির জন্ম-বেদনাকে ছাপিয়ে সৃষ্টির আনন্দকে নবরূপে আবাহন করে। জীবনবোধের যে নগ্ন-উন্মুক্ত রূপ এতদিন সাহিত্যে ছিল অনুপস্থিত, অন্ধকার থেকে আলোতে উদ্ভাসিত হলো, সাহিত্য পেল নতুন মাত্রা। জীবনের এই কঠিন সত্যকে নির্মম নৈর্ব্যক্তিক সত্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। কিন্তু আলাউদ্দিন আল আজাদ অতি সহজভাবেই সেই বিরল ঘটনাটির বাস্তবরূপ দান করলেন সাহিত্যের যে গতানুগতিক ধারা এতদিন প্রবাহিত ছিলো সেই ধারা প্রবাহকে তিনি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করলেন-সৃষ্টি করলেন সাহিত্যের এক নতুন ধারা, নবতর জীবন জিজ্ঞাসা। সময়ের প্রবহমানতা যাদের মেধা ও মননকে স্বতঃস্ফূর্ত করে বয়ে নিয়ে যায় আলাউদ্দিন আল আজাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রবহমানতায় যে গতি থাকে, সে গতি প্রচন্ড উন্মত্ততায় চারপাশের সবকিছু আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে কেন্দ্রীভূত হয় প্রবহমানতার দিকে। আলাউদ্দিন আল আজাদ নিজেই তেমনি একটা প্রবহমানতার মতো।

সমসাময়িকতা তার লেখা-লেখিকে জীবন্ত রাখার উপাদান হিসেবে কাজ করলেও তাঁর এ সমসাময়িকতা বিচ্ছিন্ন-প্রয়াসী নয় বরং একটি ধারাবাহিক কার্যকারিতা সম্বন্ধ বলা যায়। আলউদ্দিন আল আজাদ জীবনদরদী সাহিত্যের সূক্ষ্ম রূপকার। জীবনরে পরিপূর্ণ রূপের প্রতিটি অংশকে আলাদা আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি তার দর্শণ ও অভিজ্ঞতায় যৌথ প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে। মার্কসবাদী দর্শন আজাদকে যতটা বিচ্ছুরিত করেছে তাঁর লেখালেখিতে, রোমান্টিকতার প্রশ্রয় সে দর্শণকে ততটা তারল্যে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এ একধরনের বহুমুখী প্রতিভার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের শক্তিকে সংহত করে লেখকের ব্যক্তিসত্তা ও লেখক সত্তার মাঝে পজিটিভ সম্পর্ক স্থাপনে দৃঢ়ভূমিকা পালন করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগ্রামী মানুষের জীবন অস্তিত্ব চিত্রয়ণে তাঁর গল্পের পাত্র পাত্রীরা সার্থক। একেবারে চেতনাজগৎ আলোকিত করে আজাদ তাঁর গল্পের কৌণিক বিন্দুগুলো পর্যন্ত আলোকিত করেছন। জীবনের সর্বশেষে সত্য মানুষ এ চিরন্তন কথারই শিল্পীত উপস্থাপনা হয়েছে তার উপন্যাসগুলোতে। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজ বিন্যাসের গাঁথুনিগুলোর যৌক্তিকতা এব অযৌক্তিকতার ইঙ্গিত ময়তায়, উপন্যাসের ভাষায় গতিশীলতার তাঁর

উপন্যাসগুলি এক একটি হয়ে উঠেছে কালজয়ী সৃষ্টি। উপন্যাসগুলোতে সমাজে বাস্তবতার নিরেট উপস্থাপনা আজাদকে দায়িত্বশীল ও মানবিক লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। আজাদ জীবনকে নিকট থেকে অবলোপন করেছেন, বাস্তবতাকে করেছেন আত্মস্থ তাতো তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

একজন যথার্থ শিল্পীর মহৎ প্রেরণা হচ্ছে প্রেম, বিশুদ্ধ শিল্পীর কাছে এই প্রেমই হচ্ছে সৃষ্টির মূলকথা। একজন শিল্পী তাঁর জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট-বেদনা প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছান। আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রতিটি উপন্যাসেই সেই শিল্প সৃষ্টিরই প্রয়াস, জীবনের সকল আবদ্ধ গন্ডিকে ভেঙে মুক্ত চেতনার তাঁর প্রবেশ বিভাগোত্তর সাহিত্যধারায় নতুনত্ব সৃষ্টি করে সাহিত্যকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলেন। তাঁর এই মুক্ত চেতনার ফলেই পূর্ববাংলার উপন্যাস শৃঙ্খলিত-কাঠামোবদ্ধ পথ পরিহার করে মুক্ত আলোর পথ পেল। বিভোগোত্তর দিনগুলোতে আমাদের সমাজে আর্থ-সামাজিক -রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তারই প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসগুলো। তাঁর উপন্যাসগুলো পাঠে আমরা পৌঁছে যাই চেতন-অবচেতনের জগতে। সমকালনীন সাহিত্যভাষা ও শৈলীগত গতিধারা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, এ সচেতনতা শুধু দেশীয় নয়, বৈশ্বিকও। তাঁর দৃষ্টি ছিলো ধ্রুপদী সাহিত্য সৃষ্টির, আর সে প্রয়োজনেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিলেন, বিকাশ ঘটিয়েছিলেন আত্মমননের। এরই প্রত্যক্ষ ফল তাঁর উপন্যাসগুলো।

"তেইশ নম্বর তৈলচিত্র" বিভাগোত্তর বাংলায় আলাউদ্দিন আল-আজাদের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। একজন চিত্রশিল্পীর প্রেমকাহিনীকে ঘিরেই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এই প্রেম কাহিনী বর্ণনার ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক চালিয়েছেন নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা আর নানা মতাদর্শ প্রবেশ করিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। প্রেমের সত্যতা আর বাস্তবতা, সত্য-মিথ্যার জটিল জালে ফেলে ঔপন্যাসিক পাত্র পাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে রোমান্টিক প্রেম খুঁজেছেন কখনও-আবার কখনও জীবনের গভীর অভিঘাতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে উচ্চাকাঙক্ষাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, জোবেদা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপন্যাসের নায়ক জাহেদ আমাদের প্রতিনিধি স্থানীয় নয় এবং আমাদের জীবনের বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় চিত্রিত হয়নি; চিত্রিত হয়েছে তার ব্যক্তি জীবনের রহস্যময় দ্বীপের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটে। উপন্যাসে মানব জীবনকে যে একটি বৃহৎ-বিশাল মহিমান্বিত পটে স্থাপন করে বিস্ময় উৎপান করা হয়, এখানে তা করা হয়নি, ছোটগল্পের জীবনবৃত্তে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এসব না থাকলে উপন্যাস ব্যর্থ হতো, যেমন ব্যর্থ হতো হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সি'। শিল্পী জাহেদের জীবন যদি একটি দ্বীপের সম্পূর্ণতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে অকৃত্রিমতার সঙ্গে এ রচনায় রূপায়িত হয়ে থাকে, তবে "তেইশ নম্বর তৈলচিত্র" সার্থক।

"তেইশ নম্বর তৈলচিত্র" বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, কাহিনীর দীর্ঘায়িত ব্যাপ্তি, বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার, চরিত্রের বিচিত্রতা এখানে নেই। চরিত্রগুলি সজীব ও জটিল। শিল্পী জাহেদ, স্ত্রী ছবি, জামিল ও তার পত্নী এবং মুজতবা অন্তর্দ্বন্দ্বে সুতীব্র। ভাষা বিশ্লেষণাত্মক ও সাবলীল। ১ উপন্যাসের প্লট নির্মাণে ঔপন্যাসিক আমাদের দেশে ও সমাজের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থকে করাচি-কলকাতা-ঢাকার বৃহৎ এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও অনাবশ্যক বর্ণনায় অঞ্চল বিশেষের প্রতিচিত্র নেই বললেই চলে, দৃঢ়পিনদ্ধ পটভূমিতে রচিত উপন্যাসের মান ক্ষুন্ন হয়নি এবং এর প্রকৃত রসোপলব্ধীতে বাধাও হয় না। উপন্যাসের আদ্যন্ত চিত্রশিল্পী জাহেদ ও তার স্ত্রী ছবির অবস্থান লক্ষ্যণীয়। তাদের মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক রোমান্টিক প্রেম প্রবাহিত করেন। উপন্যাসে আরো দুটো কাহিনী আছে, ছবির বড় ভাই জামিল ও স্ত্রী মীরা, এবং জাহিদের বন্ধু মুজতবা ও মগ কন্যা তিনার মধ্যে যা প্রকাশিত। 'শীতের শেষরাতে বসন্তের প্রথন দিন' আলাউদ্দিন আল আজডাদের দ্বিতীয় উপন্যাস। "তেইশ নম্বর তৈলচিত্র"উপন্যাসে ফ্রয়েডেয় তত্ত্বের অনুসন্ধানের যে প্রয়াস লক্ষণীয়, তারই চরম স্ফূরণ "শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন।" উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস বানু মধ্যবয়সী ও সুঠাম দেহের অধিকারী, উচ্চমধ্যবিত্ত, বিধবা বিলকিস বানুর অন্তর্জটিলতার মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত। খালাতো বড় বোন জেবুর ছেলে কামালের সঙ্গে নিজ কন্যা পারভীনের বিয়ে দেয়ার মানসে বিলকিস কামালকে

বাড়িতে স্থান দেয়। লেখাপড়ার সুবিধার্তে কামাল সে সুযোগটুকু গ্রহণও করে। সময় কিছু অতিক্রান্ত হলে কামালের স্পর্শে নিজেই এক অপ্রতিরোধ্য যৌন আকর্ষণের জড়িয়ে যায়, চলতে থাকে ঔপন্যাসিকের তত্ত্ব প্রয়োগের কুট-কৌশল। মনঃকষ্ট আর অন্তর্দ্বন্দ্বে দহন হতে থাকে বিলকিস বানু।

বিলকিস অনুভব করে অনাস্বাদিত এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি-তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন ফোয়ারার মতে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে মৃত্যুর নিবিড়তার স্বাদ উপহার দেয়। অবচেতন মনের ঘোর কেটে গেলে সে বুঝতে পারে সবই মিথ্যা, যার কোন অর্থ হয় না। বিপরীত দিক থেকে আসে আরেক স্রোত, যেখানে তার মেয়ে তরুণী পারভীন ও তরুণ কামাল আলিঙ্গনবদ্ধ, উন্মত্ত জ্ঞানহারা। বিলকিসের বুঝতে অসুবিধা হয়না সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের বোধ। বিলকিস নিজ জীবনে শীতের শেষরাত আর তরুণ তরুণীদের জীবনে বসন্তের প্রথম দিনের আবির্ভাবের নিষ্ঠুর সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তার চোখ দিয়ে ঝরছে অবিরত অশ্রুধারা যেন বাঁধভাঙ্গা প্লাবণ, কিন্তু কেন? এখানেই তার জীবনের মনস্তাত্ত্বিকতা, ঔপন্যাসিকের জিজ্ঞাসা, পরীক্ষার আয়োজন। ঔপন্যাসিক কাহিনীতে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন বিলকিসে মনস্কামনা পূরণের ও সেইমতো পরিবেশ ও সৃষ্টি করেছিলেন। "ঔপন্যাসিকের পদ্ধতির পর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে এক এক করে, তখন সাহিত্য মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঘনিষ্টতর হতে থাকে। এত বেশি ঘনিষ্ট যে, সেগুলোকে দেখলে মনে হয় এসব উপন্যাস লেখাই হয়েছে মনস্তত্ত্ব ও মানস শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য।" শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন" ও তাই। বিলকিস বানুর কামোন্মদনায় আরোপিত অনুষঙ্গই এ তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। বিষয়ানুযায়ী চরিত্র এবং ভাষার প্রয়োগে, তদানুযায়ী বর্ণনা উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছ।

আঞ্চলিক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন "কর্ণফুলী" উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আঞ্চলিক জীবন রোধে উপন্যাস রচনার একটি সক্রিয় ধারা লক্ষ করা যায়।

উপন্যাসের নাম দেখলেই বোঝা যায়, কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকাহিনী এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু । চট্টগ্রাম ও পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনকাহিনী এ উপন্যাসের উপজীব্য। জীবনের স্বাভাবিক পথে, আধুনিকতার সমান্তরাল চলতে যারা ব্যর্থ, এ কাহিনী তাদের। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণে তারা দুষ্কর্ম, সমাজের ঘৃণিত পথে পা বাড়ায়।

"অঞ্চলের উপন্যাসের গুরুত্ব আরোপিত হয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ, সমাজ-প্রকৃতি, আচার-উচ্চারণ এবং প্রথা-পদ্ধতির উপর। কেবল একটি বিশেষ জনজীবনের স্থানিক বর্ণনাই নয়, বরং সে জীবনের চিন্তাধারা, বোধ-রোধী এবং পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাবে সে জীবনকে প্রভাবিত, সমৃদ্ধ করে তাও আঞ্চলিক উপন্যাসের বিবেচিত বিষয়।"২

"কর্ণফুলী" উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচনে অভিনবত্ব আছে, আছে গভীর জীবনবোধের স্পর্শ, নিছক একটি অঞ্চলের বর্ণনার বশবর্তী না হয়ে ঔপন্যাসিক জীবনকে ধরার চেষ্টা করেছেন, আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন গন্ডীবদ্ধ জীবনের উপাদান আর জীবনবোধ। "কর্ণফুলী উপন্যাসের নিয়ন্তা তথা কেন্দ্রিয় চরিত্র ইসমাইল। ভ্যাগ্যান্বেষণে ব্যর্থ এই যুবক জীবকা নির্বাহে চুরি ও পকেটমারকে বেছে নেয় জীবনের তাগিদে। স্বপ্নভিলাসী-বিভ্রান্ত-দুঃসাহসী এই যুবক অল্পবয়স থেকেই স্বপ্ন দেখে জাহাজের সারেং হওয়ার। সে স্বপ্ন সফল হয়েছে কিন্তু সে স্বপ্নকে সফল করার জন্য পরিশ্রম, বহুকষ্ট, বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের তাগিতে প্রচলিত নীতিবোধকে সে উপক্ষো করেছে। জেনেশুনেই নানা অপকর্মের হোতা রমজানের গোমস্তারূপে কাজ নিয়েছে। শুধু ইসমাইল নয় রমজানও জীবনের তাগিদে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, নারী পাচার ইত্যাদি অসামাজিক কাজে জড়িত। এসব কাজে ইসমাইলও রমজানের সহযোগী হয়, কিন্তু তার পিছনে একটিই উদ্দেশ্যে জাহাজের সারেং হওয়ার মানসে টাকা সংগ্রহ। ইসমাইল উচ্চাভিলাসী যুবক উচ্চজীবনের বাসনা তাকে তাড়িত করে সারাক্ষণ কিন্তু রমজান উপন্যাসে শোষক শ্রেণির অর্থস্বচ্ছলতার প্রতীভূরূপে উপস্থিত হলেও নৈতিক অবক্ষয় আর উচ্চজীবনের স্পর্শ না পাওয়ায় তার চরিত্র বিকশিত হতে পারেনি। "নারীর

মনএকটা বাজে গুজব, টাকা দিয়ে মেলে দেহ, জলজ্যান্ত নরম-কোমল, আর তাকে পীড়ন করে যে জান্তব আনন্দ সেটাই তো আসল দামী?"১৫ কেরামত, লালন আমাদের সমাজেরই প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠেছে। নারী চরিত্রগুলোও নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, জুলি, মানুবিবি যেন আমাদের অতি চেনা প্রতিবেশিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

"ক্ষুধা ও আশা" উপন্যাসের প্লট বিন্যাসে ঘটনার কার্যকরণ-শৃঙ্খলার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অনেকটা *প্যানরামিক প্লটের ন্যায় শিথিল বিন্যাসে বিন্যাস্ত, অর্গানিক বা দৃঢ় পিনদ্ধ কাহিনী বিন্যাস এতে দুর্লক্ষণীয়। চরিত্র* চেতনার সূত্র ধরে নির্দিষ্ট কালখন্ডে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা বিধৃত হয়েছে। এপিক ফার্মের উপন্যাসে সাধারণ চরিত্রের বহির্জাগতিক সক্রিয়তাই ঘটনাকে করে গতিশীল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু এ-উপন্যাসে প্রধান চরিত্র জোহা এবং অন্যান্য চরিত্রের আন্তর্জাগতিক প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ ঘটেছে। ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চরিত্রচিত্তের অস্থিরতা, উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও রক্তপাত প্রাধাণ্য লাভ করেছে। ফলে, উঠেছে চরিত্রচেতনা নির্ভর।

বর্তমান অঙ্কিত হয়েছে সমান্তরাল রেখায়। বর্তমান বর্হিবাস্তবতা সংলগ্ন আর অতীত উৎসারিত হয়েছে মনোজাগতিক স্মৃতিরোমন্থনে। জোহার প্রসারিত দৃষ্টি, আত্মসন্ধানের সঙ্গে ভগিনী জাহুকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতা এবং দেশসন্ধানের তীব্র আকুতি অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। জোহার অস্তিত্ব-সংগ্রামের ব্যর্থতার সঙ্গে পারস্পরিক হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা। পতিতা পল্লির অন্ধকারে জহুকে সন্ধান করে ফেরার মধ্যে গর্বিত মধ্যে ধর্ষিত, বিপন দেশ-সন্ধানই যেন প্রতীকায়িত হয়েছে।

"খসড়া কাগজ" স্বাধীনতা উত্তর অস্থিতিশীল-অনিশ্চয়তা সমাজ-পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রচিত আধুনিক নগর কেন্দ্রিক পটভূমিতেরচিত উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা বাঙালিজাতির মহত্তম প্রাপ্তি বতে, কিন্তু যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান অতি আপনজনেরা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে মানবেতর জীবন-যাপন করছে, তারই পটভূমিতে ঔপন্যাসিকের এই মহত্তম আয়োজন লক্ষ করা যায়, যা লেখকের তীক্ষ্ম-তীর্যক দৃষ্টির পরিচায়ক। যুদ্ধ একটি জাতির জীবনে যে সম্মান ও প্রাপ্তি বয়ে আনে, স্বাধীনতার মাধ্যমে বিপরীতে ঐ জাতিকে অনেক আত্মত্যাগ, বিনষ্টি আর ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হয়, হারাতে হয় দেশের ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মের একাংশকেও। কিন্তু এতসব ত্যাগের পেছনে যা থাকে তা স্বাধীনতা, মুক্ত নিশ্চিত জীবনবোধ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনাগত দিনগুলোর নিশ্চিত সম্ভাবনার নিশ্চয়তার। এমনই এক শীহদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের অনিশ্চিত জীবনাচারণকে উপন্যাসের পটভূমিরূপে এনে মহতী উপন্যাসের রচনার প্রয়াসি হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের করুণ পরিণতি। "এই যে লোকগুলো প্রাণ দিল তারা কিচ্ছু নয়? তাদের বৌ-ছেলে মেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়োবে তোমাদের দরোজায় দরোজায় আর ধিক্কার কুড়াবে। তোমরা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে একটু ব্যাস। আর সুন্দরী নারী যদি হয়, কেউ কেউ তার দিকে হাত বাড়াতেও দ্বধি করবে না।"৪

"শ্যামল ছায়ায় সংবাদ" উপন্যাসটি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত। পটভূমি হিসেব লেখক গ্রহণ করলেন মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহতি পূর্ব থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী বেশ কয়েক বছরের দীর্ঘ সময়কালকে। ঐ সময় বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও কলঙ্কিত সময় বয়ে যায়, দেশ ও জাতি অতিক্রম করে আলো-আঁধারিতে ঘেরা তমসাচ্ছন্ন যুগ-পরিবেশ। উপন্যাসে লেখক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্ত সচেতনার প্রতিফলনর ঘটিয়েছেন।

উপন্যাসের নায়ক যেন ঔপন্যাসিকের মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, বাম রাজনীতি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র সে। যেমন তার আদর্শ তেমনই তার জিদ। হাসিনার পিতা আমান উল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বিয়ে করে হাসিনাকে। কিন্তু সে জীবন বেশি দিনের নয়, যে বিপ্লবী সে আর যাই হোক প্রেম-ভালোবাসা-সংসার তার জন্য নয়। দেশের টানেই সে পাড়ি জমিয়েছে বিলিতে, ইচ্ছা সেখান থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্বস্ত বন্ধু আমিরুজ্জামানের কাছে রেখে যায় স্ত্রী হাসিনাকে। কিন্তু এই আমিরুজ্জমান স্বাধীনতা উত্তর বুর্জোয়াশ্রেণির মুখপাত্ররূপে আবির্ভূত। সে সুসোগ বুঝে গ্রাস করে হাসিনাকে, সেখানেই শেষ নয়, তার আগ্রাসন থেমে থাকেনি, সে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে

চেয়েছে। কৃষক-শ্রমিকের আবাস্থাল নয়নপুরের জমি দখলের প্রয়াসে বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করেছে। শোষকশ্রেণির নেতৃত্ব দিয়েছে তরুণ জার্নালিস্ট জাহিদ হাসান। সৎ, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা আর সাহসিকতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন, শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, সমাজের মৌল উপাদান মানুষ, মানুষই সকল নিয়ন্তার মূল এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা ঘটালেন ঔপন্যাসিক। অধিকার আদায়ের সোচ্চার অবহেলিত, নির্যাতিত জনতা হয়েছে আন্দোলনমুখী, পরিণতিতে সত্যের জয়, শাসকগোষ্ঠীর পরাজয়।

"জ্যোৎস্নার অজানা জীবন" উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ঔপন্যাসিক প্রচলিত নীতিবোধ ও ধ্যান ধারণার জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক শিক্ষিতা-সুরুচী সম্পন্না জীবন পরিবেশ বসবাসরত নর-নারীর মনোবিশ্লেষণের ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগ নিরীক্ষণ প্রায়াস, সেই সাথে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপাঙ্কনের প্রয়াস। উপন্যাসের সমস্ত কাহিনীরই আবর্তন হয়েছে জ্যোৎস্নাকে কেন্দ্র করে। জ্যোৎস্নার জবানিতে অনেকটা স্বীকারোক্তিমূলক ভঙ্গিতে উপন্যাসটি উপস্থাপিত যা আত্মকথনরীতিরই অনুযায়ী। সভ্যতার আড়ালে আরেক অসভ্যতা আর ভদ্রতার আড়ালে অভদ্রতার উন্মোচনই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, আর সেই সত্যকে বাস্তবায়িত করতে ঔপন্যাসিক আশ্রয় নিয়েছে ফ্রয়েডীয় যৌন-সমীক্ষণের প্রয়োগের। ঔপন্যাসিক খুঁজে পেতে চেয়েছেন প্রকৃত সত্য কোনটা, বাস্তব সমাজের বাইরের যে চৌকস ঘষামাজা রূপ সেটা না আচ্ছাদনের ভিতরে যে আদিমতা? এই অনাচ্ছাদিত সত্যের উন্মোচনে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু ফ্রয়েডীয়তত্ত্বের প্রয়োগ কিংবা মার্কসীয় জীবন-দর্শন উপন্যাসের পরিণতি অংশে অনেকটা নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

জ্যোৎস্নার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা দ্বারা সমস্ত পুরুষ জাতির প্রতি তার মোহভঙ্গ হয়েছে, পরিণামে জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এককী জীবনযাপন করেছেন। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তাকে সর্বদা তাড়িত করেছে, জীবনকে করেছে একমুখী আচ্ছাদনে আবৃত।

অতীতে কত কিছুই ঘটেছে, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম বলেই, যদিও সর্বদাই আমি নৃশংস নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি তবু আজকে পেছনে ফিরে তাকালে কোনো দুঃখ হয় না, আফসোস হয় না। জীবনটাকে ওভাবে না জানলে আজকের আমির এরকম আমি হতে পারতাম না। ৫

ঔপন্যাসিক শুধু পুরুষ চরিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, নারী চরিত্রেও এনেছে যৌনবিকার, কাম-উত্তেজনা জ্যোৎস্নার মা উলফাত বানু এবং ওর কলেজ জীবনের লজিক আপা ফেরদৌস তার উদাহরণ, শুধু এরাই নয়, জ্যোৎস্না নিজেও কাম-উত্তেদনায় উন্মত্ত হয়েছে, ডাক্তার জাফর আর উলফাত বানুর আলির আলিঙ্গন ও শৃঙ্গার দেখে। সমস্ত উপন্যাসেই চলছে বিকৃত রুচির কার্যকলাপ, যার বর্ণনা আরো নগ্ন। ভাষা প্রয়োগের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হলেও বর্ণনায় সংযম রক্ষিত হয়নি একেবারেই। উপন্যাসের উপান্তে নবাগত মানবশিশু, যে পিতৃহীন পরিচয়হীন, সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য তাকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেটুকুই উপন্যাসের একমাত্র মহত্ব। নারী ভোগের হাতে পারে, তার উপর চলতে পারে অত্যাচার, তার ফসল যে সন্তান সে তো নিষ্পাপ, কোন শিশুই অবৈধ হতে পারে না। এমন বাণী আর মহত্বের ইঙ্গিতে পন্যাসের সমাপ্তি।

১৯৯১-২০০৭ সময়কালে আলাউদ্দিন আল আজাদ বেশষ কিছু উপন্যাস রচনা করেন এগুলো হল ঃ অপর যোদ্ধারা, পুরানা পল্টন, পুরুদ্রুজ, ক্যামপাস, নূদিত অন্ধকার, ন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি প্রিয় প্রিন্স, স্বপ্নশিলা, কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা, বিশৃঙ্খা, ঠিকান ছিলোনা, ব্দতোমাদেক যদি না পাই, হলুদ পাতার ঘ্রাণ, কায়াহীন ছায়াহীন, এলিজি, ত্রিলজ্জী, কোথা যাও ঐন্দ্রলিলা, প্রেমকথা লুদমিলা। আজাদের কিশোর উপন্যাস-রসগোল্লা জিন্দাবাদ জলহস্তী এই সময় রচিত হয়।

এই সকল উপন্যাসগুলো মধ্যে পড়ে যোদ্ধারা, পুরানা পল্টন, অনূদিত অন্ধকার, কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা, বিশৃঙ্খলা, ঠিকানা ছিলোনা, তোমাকে যদি না পাই উপন্যাসগুলোকে একত্রিত করে ঔপন্যাসিক নিজেই স্ব-নির্বাচিত

উপন্যাস খন্ডে স্থান দিয়েছেন। এই উপন্যাসগুলোর অধিকাংশেরই আকৃতি ক্ষুদ্র, কোন কোনটি ক্ষুদ্রতর অনেকটা ছোটগল্পের আঙ্গিকে রচিত।

"অপর যোদ্ধারা" উপন্যাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা দুলালের জীবনের করুণ পরিণতি বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে দুলাল কিন্তু স্বাধীনতার পর মুখোশধারী যোদ্ধাদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে সে। সুস্থজীবনে ফিরে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি স্ত্রী-সন্তানদের একত্রে হত্যা করা হয়েছে।

"কিন্তু কেন, কেন। কেন এই যুদ্ধ ছিল জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এই যুদ্ধ ছিল, ছিনিয়ে আনতে স্বাধীনতার সূর্য, যার নিচে গড়ে উঠবে শ্রমে ঘামে সৃষ্টির আবেগে ও কল্পনার শোষণমুক্ত মানুষের সুখী জীবন, এই যুদ্ধ কি ছিল আত্মধ্বংসের জন্য?"৬

পটভূমি হিসেবে যুদ্ধকালীন অবস্থার বর্ণনা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সমাজ-পরিবেশের বর্ণনা, স্বাধীনতা অর্জন সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধা দুলালকে ঘিরে কাহিনীর আদ্যন্ত গড়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণেও ঔপন্যাসিকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। দুলাল উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র, তাকে ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। প্রথম থেকেই চরিত্রের মহত্ব ও দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ লক্ষণীয়। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়গুলোতে তার প্রমাণ স্পষ্ট, এজন্যই তার জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ, মুখোমুখি হয়েছে মৃত্যুর। "তোরা স্বাধীনতার জন্য লড়িসনি, সেজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করছিস। দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের, তোরা নির্মূল করছিস। আমরা মরছি আমরা বেঁচে ছাকবো। আর-আর তোরা নির্মূল আস্তাকুঁড়ের। অতলে তলিয়ে যাবি, সেদিন বেশি দূরে নয়।"৭ দুলাল চরিত্রের উত্থান পতনও লক্ষণীয়, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এই মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত্যুর কবল থেকে অর্থের বিনিময়ে বাঁচিয়ে আনে কামরান এবং অন্ধকালে দুলালকে ছেড়ে দেয়। "আমি অন্ধাকরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সংগ্রামের পরপরই এক হিংস্র অতল জগৎ আমাকে টেনে নিয়েছিল। অনেক বাঁধা দিয়েছিল, অনেকবার রুখে দাঁড়িয়েছিল।"৮ কিন্তু সেই নেশার জগৎ' থেকে বের হওয়া তার সম্ভব হয়নি। এই পরিবর্তনশীলতা আশরাফ, কামরুল চরিত্রে লক্ষণীয়।

"পুরানো পল্টন" উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে লেখক গ্রহণ করলেন রাজধানী ঢাকার আধুনিক নাগরিকজীবনবোধ, যে জীবনে সুখ-দুঃখের সাথী হয় না কেুই, মেনকি প্রিয়জন বন্ধু বান্ধবেরাও। নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিনিধি মাহতাব সরকারের জীবনকাহিনী ও করুণতম ট্রাজিক পরিসমাপ্তি উপন্যাসের স্থান পেয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের লগর কেন্দ্রিক মধওবিত্তের সঙ্কট, উচ্চকাঙক্ষা, শিল্পপতিদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নৈতিক অধঃপতনের চিত্র আলাউদ্দিন আল আজাদ সুনিপুণভাবে তুলে এনেছেন আর এসবের শিকারে পরিণতি হয়েছে মাহতবের মেয়ে মোনা। তাকে ধর্ষণ করেছে ওরই বন্ধু রানাসহ পাঁচজন। কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রেরও ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব শতধারার উৎকীর্ণ না হলেও জনবিরল এই উপন্যাসে মাহতব সরকারের চরিত্র অঙ্কনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মর্মস্পর্শী করুণ চিন্তা চেতনার অবতারণা করা হয়েছে তা প্রশংসার দাবিদার।

আদরের মেয়ে মোনার ধর্ষণের পর সম্বিত হারিয়েছেন মাহাতাব সরকার। এক এক করে পরিচিতিজনের সকলের কাছেই ছুটে গেছেন একটু সহায়তার জন্য কিন্তু সকলেই ব্যস্ত যে তার কাজ নিয়ে। যে মেয়ে হারিয়েছে জীবনের সর্বস্ব তার বেঁচে থেকে লাভ নে ই।

"তুই মরবি, সুন্দরভাবে। ও হ্যাঁ পেয়েছি। এই নে ঘুমের বড়ি। স্লিপিং পিল। অনেকগুলো আছে। একশোর বেশি। নে, নে ধর এই পুরো প্যাকেটটা । গেলাসে পানি নিয়ে সবগুলো খেয়ে ফেলবি, সবগুলো। সকালে আমরা দেখব বিছানায় তুই ঘুমিয়ে আছিস, গভীর অনন্ত নিদ্রায় কি সুন্দর তোর মুখ। প্রস্ফুটিত একটা গোলাপের মত। আমরা তোর জন্য কাঁদবো না। কাঁদবো কেন। এত খুশি, এ আনন্দ। বেহেশতে চজলে গেছিস তুই, বেহেশতের ফুল।"৯

"পুরুদ্রুজ" উপন্যাসের নায়ক কেরামত মৌচাক ভাঙে। সেই মধু বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান সে। সেই গ্রামে চর দখল নিয়ে হয় দাঙ্গা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে

এই চরদখল নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অতি পুরাতন ঘটনা। বহু রক্তপ্রবাহিত হয়েছে এই চরদখল নিয়ে। শেষে শহরে এসে জীবিকার নতুনপথ খুঁজে পায়। রিক্সা চালায় কেরামত ঢাকা শহের। তার জীবনেও আসে কিছুটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দেশে তখন দুঃশাসন চলছে। জোর-জুলুম ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যেন এদেশ। মানুষের মুখে কথা নেই। ভাষাহীন মানুষ আন্দোলনে নামে। হরতাল-ধর্মঘট-অবরোধ-পুলিশের জলুম-গোলাগুলি এহ হচ্ছে ঢাকার রাজধানীতে। সেই আন্দোলনের ছাত্র-জনতা-শ্রমিক সবই যোগ দেয়। কেরামতও যোগ দেয়। সেই আন্দোলনের-কেরমাতের ভালোবাসার মেয়ে পঙ্খী রংতুলি দিয়ে কেরামতের সারা দেহে লিখে দেয় "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' কথাটা সে সংগ্রহ করেছিল একটা পোস্টার থেকে। ঢাকার নব্বই সালে নূর হোসেন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল স্বৈরচার বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে।

এই ঘটনাটিতে উপন্যাসের বীজ। তার মৃত্যুর ঘটনাটি একটি উপন্যাসে ফ্রেমে স্থায়ী করে রেখে দিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। কেরামত পুলিশের গুলিতে নিহত হল। কিন্তু ঢাকার সচিবালয়ের কাছে যেখানে গুলি হয়েছিলো-সেখানে কোন মৃতদেহ দেখা গেল না। "পুরুদ্রুজ" উপন্যাসের কেরামত যেখানে নিহত হয়, সেখানে শুধু রক্তচিহ্ন। রক্ত থেকেই জন্ম নেবে শতশত কেরামত। একদিন গণদাবি সফল হবে। গ্রাম থেকে শহরে আসা নবাগত কেরামত শহর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার আগেই জড়িয়ে যায রাজনীতির আঙ্গিনায়। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায়ে স্বৈরনীতির বাস্তবায়নে কলুস্তি, দুর্গন্ধময় করে তুলেছে স্বৈরশাসনের শাসননীতির যাতাকর। বুদ্ধিজীবিসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষ সোচ্চার এক দুঃশ্চরিত্র রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে, যার ছোয়া লেগেছে গ্রাম থেকে শহরে বস্তিতেও। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আহ্বানে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির দিনে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্তম্ভিত,কম্পিত, অসাড় হয়ে পড়ে রাজধানী ঢাকা ও তার সকল প্রকার কর্মস্থল, সচিবালয়। কেরামত মিছিলে অংশ নিলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

উপন্যাসে আজাদ আরো বেশি শৈল্পিক, আরো বেশি বৈপ্লবিক। এবং তা শিল্প-শর্তের সীমা লঙঘন করে নয়, শৈল্পিক বর্ণনায় বহুবর্ণিল রূপময়তায় 'পুরুদ্রুজ' প্রকৃত অর্থে গণমানুষের সংগ্রাম জীবনালেখ্য, গণ-আন্দোলনের গৌরবময় শিল্পভাষ্য। চরিত্রচিত্রণেও তিনি শিল্পসাফল্য দেখিয়েছেন। নব্বই এর স্বৈরচারী বিরোধী গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত ও উপন্যাসে কেন্দ্রিয় চরিত্রের মর্যাদা পেয়ে যায় কোন দল বা দলীয় নেতা-নেত্রী নয়, গণ-মানুষের প্রতিভূ কয়েকজন রিক্সা শ্রমিক, বস্তিবাসী কেরামত। পুরুদ্রুজ এ কেরামতকে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অন্তিমে গণতন্ত্রের মুক্তিসেবক নূর হোসেন পেয়ে যায় ইহজাগতিক জ্যোতির্ময়তা এবং সেই সঙ্গে সাংকেতিক হয়ে যায় গণ-মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-অনিবার্য বিজয়। গণীর জীবনবোধ, শ্রেণিদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিয়ঘাতে উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং গণ-আন্দোলনে সেই নিম্নশ্রেণির মুখপাত্র কেরামতের দেশের টানে আত্মত্যাগে শেষ হয়েছে। পটভূমি নির্বাচনে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতায় দৃঢ়পিনব্ধ কাহিনী বিন্যাসে, ভাষার চমৎকারিত্বে সর্বোপরি আধুনিক উপন্যাসের শিল্পমূল্যের বিচারে এটি আলাউদ্দিন আজাদের সফল সার্থক উপন্যাস।

"এলিজি ত্রিলজি", "কোথা যাও ঐন্দ্রিলা", "প্রেমকথা লুদমিলা আলাউদ্দিন আল আজাদের সাম্প্রতিককালের উপন্যাস। আবির্ভাবকাল থেকেই তিনি প্রতিটি রচনাতেই রীতিকে ভেঙেছেন, গড়েছেন নতুন রীতি। এই সকল উপন্যাসে তাঁর নিরীক্ষণধর্মিতা শতধারায় উৎসারিত বলা যায। "এলিজি ত্রিলজি" তে তিনি তিনি তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী নিয়ে অতি ক্ষুদ্র আঙ্গিকে তিনটি উপন্যাস রচনা করেন। তিনটিকে আপাতদৃষ্টিতে একটি উপন্যাস মনে হলেও কাহিনী তিনটি স্বতন্ত্র এবং একটির সঙ্গে অন্যটির কোন মিল নেই। "কোথা যাও ঐন্দ্রনীলা" তে পটভূমিরূপে গ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত বিসতৃতি ঘটালেও গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের চাল-চিত্রের কোনরূপ বর্ণনা এতে নেই প্রেমকথা দুলমিলাতেও এলিজি ত্রিলজি'র মতো দুটি পৃথক কাহিনীরই সমাবেশ, একটি 'প্রেমকথা' অন্যটি 'লুদমিলা'। 'প্রেমকথা'য় আজাদ যে জীবনের পরিচয় দিলেন তা পূর্ণজীবনের ও ব্যঞ্জনাময়তার ইঙ্গিতবহ। চরিত্র সৃষ্টি ও বিকাশেও ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব দেখিযেছেন পরিবেশের বর্ণনা ও ভাষা প্রয়োগে কৃত্রিমতার বর্জন লক্ষ করা যায়।

চাহনি ক্রমে ধোয়াটে, পরে ঝাপসা হয়ে এসেছিল । মোনা হঠাৎ অনুভব করে অতীত উড়ে চলে গেছে। এর কক্ষ। শিকল দিয়ে বাঁধা ওর হাত পা শরীর। চেয়ে দেখেছিল এদিক ওদিক। কোথায় আছে পালাবার পথ। ডাকিনী দুরদানা শাস্তি দিয়েছে। একদিন একরাতে কোথাও যেতে পারবোনা। পিতা চট্টগ্রাম। কে উদ্ধার করবে। বাসায় কাজের লোক সব ভয়েডরে জড়সড়। পরম করুণাময়ের নাম।

উপসংহার

পূর্ববাংলার ঔপন্যাসিকের মধ্যে আধুনিক জীবন ও জীবনের প্রতিচিত্র উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে যে সকল ঔপন্যাসিক বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন-তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রতিভাবান লেখক। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে এদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনরে বিচিত্র কাহিনী, আনন্দ, দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনার করুণ কাহিনী। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর জীবনের সূচনালগ্ন থেকে সাহিত্যের তাত্ত্বিক ও বিচারমূলক ভাবনা নিয়ে লেখোলেখি শুরু করেছিলেন। আবেগ নয়, বিজ্ঞান, পরাচীনকে নয় আধুনিকতাকে বাস্তব চেতনায় আজাদ তাঁর উপন্যাসে স্থান দিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলোর শিল্পবোধের স্বাতন্ত্র্যে ও সমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট। এবং স্বাতন্ত্র চিহ্নিত। জীবন দৃষ্টির সমগ্রতা, সুগভীর সমাজচেতনা ও সততা ও নিরাশক্তিশূণ্য জীবনচেতনা তাঁর শিল্পীসত্তার মূলে গ্রথিত। সমাজ সভ্যতা ও শিল্পীর প্রতি দায়বদ্ধতা এভং জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর উপন্যাসগুলোকে গতিশীল, সজীব ও পরামবন্ত করেছে, সর্বপ্রকার ভাবালুতা অলৌকিকতা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে তোপ করে তিনি বাস্তবের নিকটবর্তী হয়েছেন। তিনি উচ্চভিলাষী বা স্বপ্নবিলাসী নন, বরং সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনা ও পীড়নের বিরূদ্ধে সোচ্চার, তীক্ষ্ণ আর কল্যাণে প্রত্যাশী মনোভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

বিভাগোত্তর বাংলা যে নগরায়নের পতন ঘটেছিল এবং তাতে যে অসঙ্গতি সীমাবদ্ধতার নানারূপ বিশৃঙ্খলা নগরের বসবাসরতদের নাগরিক যন্ত্রণায় পিষ্ট করেছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। লেখক জীবনের সর্বত্রব্যাপীই চলেছে নগরকেন্দ্রিক নিষ্ঠুরতার ভাবলুতা বর্জিত কঠোর জীবনবোধের সমীক্ষণ ন্যায়কেন্দ্রিক শ্রেণিবৈষম্য, মর্যাদাবোধ ও ভদ্রতাজ্ঞানের অন্তঃসারশূণ্যতা সম্পর্কের সংকটপীড়িত মধ্যবিত্তের নতুনতর আত্মোপলব্ধি এবং এই সবের বিসর্জনসহ শ্রমজীবী শ্রেণিভুক্তির ক্ষেত্রের দ্বিধাহীনতার চিত্রই আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে অবস্থান করেছে। বহুমাত্রিক শ্রেণিদ্বন্দ্ব আর শোষণের স্বরূপ উন্মোচন আজাদ ছিলেন তৎপর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষের দৈন্য হাহাকার ও পঙ্গুত্বের মূলে রয়েছে স্বল্প সংখ্যক লোকের শোষণ-পীড়ন অনাহার ও শহরাঞ্চলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী কালোবাজারি মজুতদারদের শোষণ-প্রক্রিয়ার চিত্র তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

সমাজ সম্পর্কে বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞান তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজনীতির ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা লম্পট চরিত্রের উন্মোচনে আজাদ পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্ব স্পষ্টতর হলেও শোষণ অবিচারের সামনে বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের নিরুপায়ত্বের উন্মলিত রূপের উন্মোচন হলেও আশার আলোর সন্ধান দেখাননি ঔপন্যাসিক এবং বারংবার শোষিত শ্রেণি শোষণের নিকট মাথানত করেছে। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোতে জনতার সোচ্চার াংশগ্রহণে শাসকগোষ্ঠীর পরাজয় স্পষ্টতর করেছেন ঔপন্যাসিক। শোষণ-বঞ্চনার এই চিত্র শুধু নগর কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ নয় তার মূলে রয়েছে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত। গ্রামাঞ্চলে অজ্ঞতার সুযোগে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের নীতিহীন কঠোরতার আবরণে শোষণ-জুলুম জমিদার-জোতদার ও ভূস্বামীদের শোষণ-অত্যাচারের চিত্রও তিনি াবলোপন করেছিলেন, প্রতিকারে সোচ্চার হয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক এবং তারাই সফল প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর একাধিক উপন্যাসে। তাঁর ইউনস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত "কর্ণফুলী" উপন্যাসটিও আঞ্চলিক জীবনবোধের শিল্পীত চিত্ররূপ।

আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবনবোধ ও শিল্পভাবনার এক বিরাট অংশ জুড়ে ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার মনোবিশ্লেষণে

এবং মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা ও সমাজ ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দুই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আজাদকে চেতনার গভীরে প্রবেশ করিয়েছেন নির্দ্বিধায় বাধাহীনভাবে। মার্কস ও ফ্রয়েডের তত্ত্বচিন্তার মাঝে আপত বিরোধ থাকলেও একপ্রকার সূক্ষ্ম নিগূঢ় সম্পর্কও এতে বিদ্যমান তা আজাদ অনুভব করেছিলেন। এই উভয় তত্ত্বাদর্শনই মানুষের মৌলিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে সৃষ্ট সংকটাবস্থার সঙ্গে জড়িত, এ যেন অন্তর্মুখীনতার সঙ্গে বহির্মুখিতার কিংবা মনোবাস্তবতার সঙ্গে সমাজ বাস্তবতার সম্পর্ক স্থাপন। বহির্ঘটনা কিংবা আন্তর্জাতিক নানা চাপে মানুষ যে মনোবিকারের শিকার হয়ে তার স্বরূপ উন্মোচনে আজাদ ছিলেন বৈজ্ঞানিকের মনত পরীক্ষাপ্রবণ তাত্ত্বিক এবং এ ক্ষেত্রে তিনি তত্ত্বাভারাক্রান্তও নন। জীবনের যথাযথ স্বরূপ উন্মোচন মানব মনের চেতনা-অবচেতনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, স্বপ্ন আকাঙক্ষার বাস্তবায়নের মানুষের বিকারগ্রস্থতা ও তাতে অবগাহন কতটা বাস্তবসম্মত এবং তার থেকে মুক্তিই বা কিরূপে সম্ভব সেদিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ভোগের নেশায় মানুষের মনোবিকৃতি থেকে কল্যাণ চিন্তায় মানবশিশুকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পঙ্কিলতা থেকে সভ্যসমাজের আলোকিত জগতে তুলে এনেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

ফ্রয়েডীয় চেতনায় মনোবিশ্লেষণের পাশাপাশি মার্কসীয় চেতনার প্রয়োগে আজাদ মানুষের বহির্বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিমনের স্বরূপ উন্মোচনের নয় সমষ্টিচেতনার অঙ্গীকারই যেন তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল। সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তাশক্তি যে অর্থনীতি এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনতার শাসকশ্রেণির অন্যায় অত্যাচারের নিকট মাথা নত করা, মুষ্টিমেয় সমাজপতিদের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামহীনতায় যে কোন মহত্ব নেই এবং সংগ্রামশীলতার মধ্যেই প্রকৃত জীবনসত্য নিহিত এই সত্যরূপ আজাদের শেষদিককার বেশ কিছু উপন্যাসে বলিষ্ঠরূপেই স্থান করে নিয়েছে। ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু শোষিতের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অপরাজেয় এবং তার কাছে শাসকের পরাজয় নিশ্চিত। বঞ্চনা এবং বৈষম্য মুক্ত জনসমাজ বিনির্মাণে ঔপন্যাসিক আজাদকে সোচ্চার হতে দেখা যায় ঐ পর্বের উপন্যাসগুলো।

সমাজে বাসরত সাধারণ মানুষের নানামাত্রিক শোষেণর চিত্রাঙ্কণেও আজাদ ছিলেন সোচ্চার-তৎপর। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত স্বল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা শাসন-শোষণ-পীড়নের শিকারে পরিণত হচ্ছে আপামর জনসাধারণ। গ্রামাঞ্চলের অজ্ঞতার সুযোগে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতার আবরণে শাসন-শোষণ-জুলুম, জমিদার-জোতদার ও ভূস্বামীদের আগ্রাসন নীতি, শোষণ, অত্যাচার ও ভোগের দৃশ্যাবলি অপর দিকে শহরাঞ্চলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, আড়তদার-মজুতদারদের সহজাত শাসন-শোষণের প্রবৃত্তি আজাদকে বিচলিত করেছিল সেই বাল্যবয়স থেকেই। সেই ধারা ও ধারণাই বহিঃপ্রকাশই তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোতে। বাল্যকাল থেকেই আজাদ ছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী মার্কসীয় দর্শণের অনুসারী। মার্কসবাদ চিত্তে ধারণ করার জন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়েছিল কিন্তু আদর্শ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি কখনও, এমনকি জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্তও না। লেখনিতে ধারণ করেছেন সাম্যের মহান বাণী, হয়েছেন প্রতিবাদ মুখর সোচ্চার-তীব্র-তীক্ষ্ন। মানবতাবাদী আলউদ্দিন আল আজাদ দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি একাত্মবোধ করেছিলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় বেদান বোধও করেছেন, অনুভব করেছেন তীব্র জ্বালা পাশাপাশি তাঁর প্রেমিকহৃদয় যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছে তারই চিত্র এঁকেছেন উপন্যাসগুলোতে। একজডন যথার্থ শিল্পীর মহৎ প্রেরণা হচ্ছে প্রেম-ই প্রেমই হচ্ছে সকল সৃষ্টির মূলকথা। একজন শিল্পী তাঁর জীবনে সকল দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য। প্রেমের এই মহৎ শক্তির বরণ লক্ষ করা যায় তাঁর রচনাসম্ভারে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের সমস্ত রচনাব্যাপী মৃত্যু-চেতনা আবিষ্ট করে রেখেছে। তবে এই মৃত্যু কোন স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সমাজের স্বাভাবিক জীবন থেএক যারা ছিটকে পড়েছে কিংবহা সমাজ বিগর্হিত কোন ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে গেছে ঠিক তার পরই হয়েছে তাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু। যদিও এখানে ঔপন্যাসিকের নীতিবাদী স্বরূপ উন্মোচিত হয়নি কিংবা কোন নীতিকথাও প্রচার করেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যার শিকারেও পরিণত হয়েছেন তাঁর পাত্র-পাত্রীরা, আবার নিতান্ত উৎসাহের বশবর্তী হয়ে জীবন থেকে পলায়ন তৎপর পাত্র-পাত্রীদের অপমৃত্যুও হয়েছে এবং সেখানে

সৃষ্টি হয়েছে এক আলো-আধাঁরিতে ঘেরা পরাবাস্ত ববাদী চেতনার, এ যেন আজাদের সচেতন পরীক্ষা-নীরিক্ষার স্বরূপ উন্মোচন ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়াস।

আলাউদ্দিন আল -আজাদ বাংসা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের কালে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন বিগত অর্ধ শতাব্দী সময়কালের ধ্যানী ও নির্দিষ্ট সাহিত্য সাধনায় তিনি সেটাকেই পূরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। আজাদের শিল্প অভিযাত্রা একাধারে সূক্ষ্ম ও গভীর এবং বিশাল রচনাসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উদ্ভাসিত করেছে এক শিল্পীসত্তার গভীর ব্যাপ্তি ও পরিধি। বাংলাদেশের সাহিত্য ব্যাপকভাবে বস্তুবাদী ধারাটিকে লালন, বর্ধন ও পরিপোষণের কাজে যাঁরা পথিকৃতের কাজ করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁদের অন্যতম। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সৃষ্টিশীল ও সব্যসাচী লেখক। এই কলম সৈনিক সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার আক্রান্ত হননি কোন দিন। তাঁর কাছে সবা উর্ধ্বে মানুষ। তাঁর রচনা পাঠক-মনকে তৃপ্ত করেছে। তিনি তাঁর স্বপ্রতিভায় সাহিত্যাঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তথ্যনির্দেশ ও সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। মনসুরা মুসা (২০০৮), পূর্ববাংলার উপন্যাস, ঢাকা ঃ অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, পুনঃ মুদ্রণ, পৃ.৮৯

২। আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৯৯), ঢাকা ঃ বাতায়ন প্রকাশন, পৃ.১০৭।

৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৬০), তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পৃষ্ঠা, ৩৬।

৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০১), বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনঃমুদ্রণ; পৃঃ ৪৫০।

৫। তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পূর্বোক্ত পৃ.৫৮।

৬। আমিনুর রহমান সুলতান, (২০০৩), বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, পৃ.১৯৩।

৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩), 'বাস্তবতা', অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যকোষ ঃ কথাসাহিত্য, (কলকাতা ঃ সাহিত্যলোক, ২য় সংস্করণ, পৃ.১৭১।

৮। তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯।

৯। ঐ, পৃ. ৩০।

১০। ঐ, পৃ. ৩০।

১১। রনেশ দাশগুপ্ত (১৯৭৩), উপন্যাসের শিল্পরূপ, ঢাকা ঃ কালিকলম প্রকাশিনী, পৃ.৪৯।

১২। শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (২০০১), শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ঢাকা ঃ গতিধারা, পৃ.১১৫।

১৩। শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (২০০১), শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ঢাকা ঃ গতিধারা, পৃ.১৩৫-১৩৬।